শিক্ষক দিবস: আমাদের স্মৃতি

মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহিলা মহাবিদ্যালয়

বিজয় চাঁদ রোড, পূর্ব বর্ধমান

শিক্ষক দিবস: আমার স্মৃতি: এক

লেখা: রাস্না মন্ডল (প্রাণিবিদ্যা বিভাগ ,ষষ্ঠ সেমিস্টার, 21)

প্রতিবছর 5ই সেপ্টেম্বর সারা ভারতজুড়ে মহাসমারোহে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে শিক্ষক দিবস পালিত হয়। ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রাক্তন দুত এবং একাধারে শিক্ষক ও দার্শনিক ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিনটিকে সম্মানের সঙ্গে শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

শিক্ষক দিবস ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন কারণ শিক্ষক-শিক্ষিকারাই ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করার এবং তাদের সুশিক্ষা শেখানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই দিনটিতে সমস্ত স্কুল-কলেজগুলিতে সাধারণত পঠন পাঠন বন্ধ থাকে। উৎসাহ-উদ্দীপনা অবশ্য বেশি দেখা যায় স্কুলগুলিতে।

আমাদের স্কুলেও প্রতিবছর এই দিনটি খুব বড় করে উদযাপন করা হতো। এই দিনটি স্পেশাল করে তোলার জন্য আগের দিন থেকে স্কুল সাজানোর কাজ শুরু হয়ে যেতো। আমরা সকল ছাত্র ছাত্রীরা শ্রেণীকক্ষগুলো হাতে তৈরি কারুকার্য দিয়ে সুন্দর করে তুলতাম। শিক্ষক-শিক্ষিকারা সেদিন সুন্দর পোশাকে স্কুলে হাজির হতেন। শিক্ষার্থীরা এই বিশেষ উপলক্ষে শিক্ষকদের জন্য গ্রিটিংস কার্ড, ফুল এবং অন্যান্য উপহার নিয়ে আসত এবং শিক্ষকরা বিভিন্ন ধরনের উপহার গ্রহণে আনন্দিত হতেন। ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে শিক্ষক শিক্ষিকারা ও প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করতেন এবং তারা ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের ফটোতে মালা পরিয়ে তাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতেন। আরও মজার ব্যাপার এই যে সকল ছাত্র ছাত্রীরা আলোচনার মাধ্যমে একজন শিক্ষক শিক্ষিকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতো। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সম্মানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হতো। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ও তার জীবন দর্শন সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের অবগত করে থাকেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে থাকতো নাচ, গান, কবিতা পাঠ, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, ছাত্র শিক্ষকদের মধ্যে ক্রিকেট ম্যাচের প্রতিযোগিতা।

অষ্টম শ্রেণীতে তাৎক্ষণিক বক্তৃতায় অংশগ্রহণ করে আমি প্রথম হয়ে পুরস্কৃত হয়েছিলাম এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা ও আশীর্বাদ করেছিলেন। তারপর ঘরে এসে আমার হাতে ট্রফিটা দেখে মা-বাবা খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ওঠে – 'উই আর প্রাউড অফ ইউ মাই ডটার'। এটি শুনে এবং তাদেরকে গর্বিত দেখে আমি খুবই খুশি হয়েছিলাম। সেই মুহূর্তটি আমার জীবনে চির স্মরণীয় হয়ে আছে এবং থাকবে। কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে আমি কৃতজ্ঞ আমাকে পুনরায় এই দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য। কলেজ থেকে না-বলা হলে হয়তো স্মৃতি গুলো মনের মণিকোঠায় থেকে যেত, কাগজের পাতায় ঠাঁই পেতনা।

শিক্ষক দিবস: আমার স্মৃতি: দুই

লেখা: সৌমি সাহা (পুষ্টিবিদ্যা বিভাগ, চতুর্থ সেমিস্টার,21)

শিক্ষার জগতে জাগিয়েছে যারা নতুন আশা
বাবা-মায়ের পর তারাই শিক্ষাগুরু নামে আর এক ভালোবাসা।
তারা দেখিয়েছে স্বপ্ন, শিখিয়েছে প্রকৃত মানুষ হতে
সবার চোখে সম্মানে তারা রয়েছে অনেক উঁচুতে।
তারা বন্ধু হয়ে রয়েছে পাশে রোজ,
পেয়েছি হাজারো জ্ঞান আর সঠিক পথের খোঁজ।
প্রিয় শিক্ষক, শিক্ষিকা আপনাদের কাছে থাকবো আমি সর্বদা ছোট হয়ে
একটু প্রণাম জানাতে চাই, আপনাদের দুই পা ছুঁয়ে।

প্রতিবছর 5ই সেপ্টেম্বর দিনটিকে শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এই শিক্ষক দিবসের দিনে প্রতিটা ছাত্র-ছাত্রী তাদের নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন কলাকৌশলী, অনুষ্ঠানের আয়োজন করে শিক্ষকশিক্ষিকাদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা নিবেদন করে। শিক্ষকদিবস নিয়ে প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর জীবনেই বিশেষ কিছু মুহূর্ত রয়েছে, যা এখন স্মৃতির পাতায়। তেমনই এই বিশেষ দিনটিকে নিয়ে আমার জীবনেও কিছু বিশেষ মুহূর্ত রয়েছে তা নিয়েই আজ আমি আমার লেখা শুরু করলাম। লিখতে বসে অবগাহন করেছি অতীতের, যা অনেকটাই এখন বিস্তৃতি। অক্ষত, অমলিন রয়েছে যেটুকুই, স্মৃতির হলুদ পাতা থেকে কিছু তুলে ধরার আন্তরিক চেষ্টা করলাম মাত্র। আরও পাঁচজনের মতোই আমার অপরিণত মনে প্রথম তুলির দাগ পড়েছিল আমার বাবা-মার। তারাই আমার জীবনের প্রথম ও আদি শিক্ষক-শিক্ষিকা। তারাই আমায় শিখিয়েছিলেন সনাতন কতকগুলি জীবন সত্যকে। উপলব্ধি করেছিলাম প্রথাগত কিছু ডিগ্রী, পুঁথিগত বিদ্যা, থাকলেই মনুষ্যত্ববোধ তৈরি হয় না। তারাই আমায় শিখিয়েছিলেন যে প্রতিটি মানুষই স্বতন্ত্র। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে নিজের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার অবশ্যই প্রয়োজন।

এবার বলি স্কুল জীবনের শিক্ষক দিবস উদযাপন নিয়ে কিছু কথা। শিক্ষক দিবস উদযাপনের একমাস আগে থেকেই আমরা স্কুলের সকল সহপাঠীরা মিলে নিজেদের মতো করে ভাবনাচিন্তা শুরু করে দিতাম যাতে এবারে শিক্ষক দিবসের দিনটাকে আরো বিশেষভাবে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। কেউ নিতাম চাঁদা তোলার দায়িত্ব, কেউবা নিতো উপহার কেনার দ্বায়িত্ব, আবার কেউ শ্রেণিকক্ষকে সাজিয়ে তোলার জন্য বিশেষ রকম রং-বেরংয়ের কাগজ, কাগজের ফুল ইত্যাদি নানান সামগ্রী কেনার দ্বায়িত্ব নিত। প্রতিদিন নিয়মিত নির্দিষ্ট সময় করে অনুষ্ঠানের জন্য রিহার্সাল করা হতো। অবশেষে আসতো শিক্ষক দিবসের সেই বিশেষ দিন। ওই দিন আমরা সকলে একটু তাড়াতাড়ি স্কুলে পৌঁছে যেতাম। স্কুলে গিয়ে আমরা সকল সহপাঠী মিলে শ্রেণীকক্ষ সাজাতাম এবং আমাদের সিনিয়ররাও আমাদের নানান কাজে সাহায্য করত। শিক্ষক দিবসের দিন শিক্ষক-শিক্ষিকা স্কুলে এলে স্কুলের প্রতিটা স্টুডেন্ট প্রতিটা শিক্ষক-শিক্ষিকাকে বরণ করে নিতাম। এটাই ছিল আমাদের স্কুলের এক বিশেষ রীতি। তারপর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হাতে উপহার তুলে দেওয়া হতো এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্দেশ্যে আয়োজিত যে অনুষ্ঠান সেটি শুরু করা হতো। অনুষ্ঠানে গান, নাচ, আবৃত্তি, নাটক এবং ছবি আঁকা সবকিছুই হতো। সকল সহপাঠীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শিক্ষকদিবসের দিনটিকে সুন্দর ভাবে উদযাপন করতাম। এরপর ঘটত এক বিশেষ মুহূর্ত। সবশেষে থাকত এক মহাভোজের আয়োজন। স্কুলপ্রাঙ্গনে মাঠে প্যান্ডেল করে ওইদিন স্কুলের সকল স্টুডেন্টকে খাওয়ানো হতো।

বর্তমান পরিস্থিতিতে করোনা অতিমারির কারণে এইসব এখন অতীতের পাতায় স্মৃতির চাদরে মোড়া। ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে বা কলেজে গিয়ে শিক্ষক দিবস দিনটি উদযাপন করতে পারে না। তবুও দিনটিকে স্মরণ করার জন্য সকল ছাত্র ছাত্রীরা মিলে অনলাইনে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে মাত্র। আশা রাখি আবার সকল ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে বা কলেজে গিয়ে এই দিনটিকে উদযাপন করতে পারবে। সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা সকল শিক্ষার্থীদের সাথে একদিন আবার মিলিত হবে এই কামনা করি।

শিক্ষক দিবস: আমার স্মৃতি: তিন

লেখা: অনন্যা পাল (প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ষষ্ঠ সেমিস্টার,21)

অভাব ছিল অধিক জ্ঞানের,
অজানা ছিল প্রচুর তথ্য,
আপনাদের সংস্পর্শে এসে
ভ্রান্ত ধারণা গুলি হয়েছে ধ্রুব সত্য।।

আমরা জানি একজন মানুষের সফলতার পিছনে শিক্ষকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন আদর্শ শিক্ষক কেবলমাত্র পড়াশোনার ক্ষেত্রে নয়, তিনি ছাত্রকে জীবনে চলার পথে পরামর্শ দেবেন, ব্যর্থতায় পাশে দাঁড়িয়ে উৎসাহ দেবেন, সাফল্যের দিনে নতুন লক্ষ্য স্থির করে দেবেন। তাইতো শিক্ষক সম্বন্ধে এপিজে আবদুল কালাম বলেছিলেন "যদি একটি দেশকে দুর্নীতিমুক্ত এবং সুন্দর মনের মানুষের জাতি হতে হয়, তাহলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এক্ষেত্রে তিনজন সামাজিক সদস্য পার্থক্য এনে দিতে পারে, তারা হলেন বাবা-মা এবং শিক্ষক। শুধুমাত্র জীবনে সফল হওয়াই নয়, কিভাবে একজন ভালো মানুষ হতে হয় তার শিক্ষাও দেন একজন আদর্শ শিক্ষক।

শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এবং তাদের অবদানকে স্মরণ করার জন্য 1955 সালের 5 ই অক্টোবর থেকে প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী পালিত হয়ে থাকে 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস'। তবে ভারতে 5ই সেপ্টেম্বর জাতীয় শিক্ষক দিবস পালিত হয়। ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি এবং দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতির ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিন (5ই সেপ্টেম্বর, 1888) উপলক্ষে ভারতের সকল ছাত্র-ছাত্রী 5ই সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করে থাকে।

শিক্ষক দিবস বলতে প্রথমেই যা মনে পড়ে তাহলে বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন পোশাক ছেড়ে রঙিন জামাকাপড়ে সজ্জিত হয়ে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সকলে মিলে মেতে ওঠা। আমাদের (ছাত্রছাত্রীদের) কাছে এটি কোন উৎসবের চেয়ে কম নয়।

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের ছবিতে মাল্যদানের মধ্যে দিয়ে শিক্ষক দিবস উদযাপন শুরু হয়। তারপর প্রধান শিক্ষিকা মহাশয়ার এই দিনটিকে ঘিরে বক্তৃতা আমাদের এই দিনটির প্রাধান্যতা বুঝতে সাহায্য করে। এরপর একে একে চলতে থাকে আমাদের অনুষ্ঠান যার মূল লক্ষ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আনন্দ প্রদান করা। গান, নাচ, কবিতা আবৃত্তি, গল্পপাঠ এসবের মধ্য দিয়েই অনুষ্ঠান পালিত হয়। সবশেষে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পুষ্পস্তবক এবং কিছু উপহার প্রদানের মাধ্যমে এই দিনটির সমাপ্তি হয়।

একজন কলেজছাত্রী হওয়া সত্ত্বেও আমার শিক্ষক দিবস উদযাপনের স্মৃতি স্কুল জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তিন বছরের কলেজ জীবনের প্রথম বছর সিনিয়রদের প্র্যাকটিকাল এক্সাম এবং বাকি দু'বছর ভয়াবহ করোনার জেরে এই বিশেষ দিনটি বাড়িতে বসেই কেটে গেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে শুভেচ্ছা আদান-প্রদানের কোন ত্রুটি হয়নি। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে শিক্ষকদের সাথে আমরা ওই দিনটি ভার্চুয়ালি সেলিব্রেট করেছি। সবশেষে আমার এটাই বলার

দেশ গড়ার কারিগর আপনারা
নাইবা পান পুরস্কার
তাই শিক্ষক দিবসে দিলাম আপনাদের
মনের শ্রদ্ধা উপহার।।।

শিক্ষক দিবস: আমার স্মৃতি: চার

লেখা: ব্রততী দাস (প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ষষ্ঠ সেমিস্টার,21)

"A great teacher is like a candle – it consumes itself to light the way for others."

লিখতে বসে অবগাহন করেছি অতীতের, যার কিছুটা এখন বিস্মৃতি। অক্ষত, অমলিন রয়েছে যেটুকু, স্মৃতির হলুদ পাতা থেকে কিছুটা তুলে ধরার আন্তরিক চেষ্টা করলাম মাত্র। আরও পাঁচজনের মতোই আমার অপরিণত মনে প্রথম তুলির দাগ পড়েছিল আমার বাবা-মার। সে ভাবে বলতে গেলে নার্সারি বা স্কুলে পড়ার আগে পর্যন্ত আমরা বাড়িতেই অ-আ-ক-খ, বা ইংরেজি বর্ণমালা, 1 থেকে 100, ছড়া, রং চেনা, পশুপাখিদের ছবি দেখে চিনতে শেখা, রামায়ণের গল্প আরো কত কি বাড়িতেই শিখে যাই বাবা-মায়ের কাছ থেকেই। ফিরে আসি শিক্ষক দিবস প্রসঙ্গে। আগামী 5ই সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এর জন্মজয়ন্তী। আমার স্কুলে শিক্ষক দিবস বেশ সমারোহেই পালন করা হতো যার আনন্দ মুখর অনুষ্ঠানের বর্ণিল স্মৃতিবিজড়িত সময়ের কথা আজও মনে দোলা দেয় ও শিহরণ জাগায়। এই উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হতো। জাতীয় শিক্ষক ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এর প্রতিকৃতিতে একে একে সবাই ফুলের মালা, ফুল, পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানিয়ে তবেই আমরা আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করতাম। ভাবগম্ভীর এক অনন্য পরিবেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হতো। অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমাদের প্রধান শিক্ষিকা আমাদের সবার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিতেন বর্ণময় মানুষটির নানান কৃতিত্ব নিয়ে আলোচনা হতো। মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতাম ও দেখতাম। অনুষ্ঠানে সবাই আবৃত্তি, নাচ-গান, নাটকে অংশ নিতাম। আমাদের শিক্ষিকারাই নিজের হাতে যত্ন করে আমাদের সাজিয়ে দিতেন। আমাদের কারো পুরুষ চরিত্রে অভিনয় বা নাচ থাকলে, ধুতি পরিয়ে, নাকের নিচে কাজল পেন্সিল দিয়ে গোঁফ এঁকে, চুল আঁচড়িয়ে সাজিয়ে দিতেন। অর্থাৎ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের গ্রিনরুমের দায়িত্বটা শিক্ষিকারাই সামলে দিতেন। সেসময় সুন্দর বন্ধুর মতো মিশে যেতেন আমাদের সঙ্গে। অন্য সময় কি ভয়ঙ্কর ভয়টাই না পেতাম উনাদের। এদিন আমরা আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষিকাদের উপহার দিতাম তারাও আমাদের আশীর্বাদ স্বরূপ মিষ্টিমুখ করাতেন। বস্তুত এক জন ছাত্রছাত্রীর জীবনে যোগ্য শিক্ষকের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষ শিক্ষকই পারেন তার ছাত্রকে নিশ্চিত রূপে আদর্শগতভাবে রূপান্তর করতে। একজন যথার্থ শিক্ষকই পারেন তার ছাত্রের মধ্যে যথাযথ মনন, বুদ্ধি, চিন্তাকে বাস্তবরূপে প্রতিফলিত করতে।

আমাদের স্কুলের শিক্ষক দিবসের অন্য একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল সেদিন শিক্ষিকারা হতেন আমাদের ছাত্রী আর আমরা হতাম শিক্ষিকা। তাই সেদিন অন্যান্য নিচু ক্লাসের ক্লাস নেওয়ার অভিজ্ঞতাটাই ছিল অন্যরকম এবং বেশ মজার। আমরা সারা বছর ধরে অপেক্ষা করে থাকতাম এই দিনটার আশায়। কলেজ জীবনে আমাদের নিজস্ব গন্ডিটাও ক্রমশ পরিধিব্যপ্ত হতে থাকে। কলেজের ফ্যাকাল্টির প্রায় প্রতিটি স্যরদের প্রগাঢ় ব্যক্তিত্বের কাছে তখন বাধ্য কুশীলব। যতদূর চোখ যায়, এ গল্প থেকে সে গল্প। বারবার পিছন ফিরি। কখনোও পুরনো স্মৃতিকাতরতা উথলে ওঠে, ফেলে আসা স্কুল জীবনের জন্য মন কেমন করে। স্কুলে শিক্ষিকাদের নতুন করে দেখা, ডাউন মেমোরি লেন ধরে হাঁটতে হাঁটতে একাকী দেখা হয় পুরনো দিনের সঙ্গে, হারিয়ে যাই, আনন্দ-বেদনার মনকেমনের কষ্টটা টের পাই, কিশোরী বেলার ছায়া ও বিষাদের ঘ্রাণমাখা মনের বারান্দায় খানিকক্ষণ হেলান দিয়ে বসি। মন খারাপের বাতাস বইলেই চোখ ছল ছল, পুরাতনী গান যেন সুর ভাঙে মনে।

সে যাই হোক, শিক্ষক দিবস আমাদের কাছে আজও একটা মহান দিবস হিসেবে সূচিত হয়। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টোটল সেই কারণেই বলে গিয়েছিলেন "যারা শিশুদের শিক্ষাদানে ব্রতী তারা অভিভাবকদের থেকেও অধিক সম্মানীয়, পিতা-মাতা আমাদের জীবনদান করেন ঠিকই, শিক্ষকরা সেই জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করেন।

শিক্ষক দিবস: আমার স্মৃতি: পাঁচ

লেখা: মোনালিসা মন্ডল (প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ষষ্ঠ সেমিস্টার,21)

শিক্ষক হলেন অমূল্য জ্ঞানের ভান্ডার;

শিষ্টাচার ক্ষমাশীল ও কর্তব্যপরায়ণের মিশ্রণ।।

তাইতো আমরা 5ই সেপ্টেম্বর ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এর জন্মদিনে;

বিনম্র শ্রদ্ধায় তাদের পেশাগত অবদানকে করি স্মরণ।।

মা-বাবা হলো জীবনের প্রথম পথপ্রদর্শক, প্রথম শিক্ষাগুরু;

তাদের হাতে হাত রেখে আমাদের শিক্ষা হয় শুরু।।

তারপর স্কুল কলেজ জীবনের শত শত শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ;

শিক্ষার আলোয় আমাদের আলোকিত করার চেষ্টা করেন প্রাণপণ।।

শিক্ষক দিবস পালিত হতো স্কুলে বেশ জাঁকজমকভাবে;

প্রত্যেক শ্রেণীকক্ষগুলি সাজানো হতো বেলুন আর হাতে তৈরি কারুকার্য দিয়ে।।

ডক্টর রাধাকৃষ্ণের ছবিতে ফুলমালা দিয়ে শিক্ষকেরা দিতেন শ্রদ্ধাঞ্জলি;

শিক্ষকদের স্বাগত জানাতে আমরা প্রবেশপথে দিতাম রঙ্গোলি।।

শিক্ষকদের মত সেজে আমরা তাদের অভিনয় করতাম;

একটি করে গ্রিটিং কার্ড আর গোলাপ দিয়ে সম্মানিত করতাম।।

তাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতার মাধ্যমে এই দিনটি উদযাপন আরম্ভ হতো;

তারপর গান, নাচ, আবৃত্তি, ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হতো।।

সর্বশেষে শিক্ষক ছাত্রদের মধ্যে একটি ভলিবলের হত প্রতিযোগিতা;

এইভাবেই আনন্দ ও হইচই এর মধ্যে কেটে যেত দিনটা।।

আজ শিক্ষক দিবসের প্রাক্কালে আমার প্রণাম নেবেন সবাই;

আশীর্বাদ করবেন যেন জীবনে সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে পৌছাতে পেরে যাই।।

বাবা-মায়ের পরেই তো তাই শিক্ষকদের স্থান;

আজকের এই দিনে সমস্ত শিক্ষা গুরুদের জানাই শ্রদ্ধা ও সম্মান।।

শিক্ষক দিবস:আমার স্মৃতি: ছয়

লেখা: সুরভী ঘোষ (প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ষষ্ঠ সেমিস্টার,20)

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ আর তার মধ্যে জাত পাত ভেদাভেদ নির্বিশেষে সকল মানুষের বড় পার্বণ দুর্গাপুজো, ঈদ বা যীশুর জন্ম উৎসব। আর এই সকল উৎসবের মধ্যে শিশুমন তথা ছাত্র জীবন অপেক্ষায় থাকে সরস্বতী পুজো আর শিক্ষক দিবসের জন্য। অঞ্জলি ভগবানের হোক বা শিক্ষকের, মূলত ঘটনাটি একই। "শিক্ষাই সত্য আর শিক্ষক সত্যের ভগবান।"

শিক্ষক ছাত্রের সম্পর্কের কথা বলতে গেলে তার বিবরণ সংক্ষিপ্তভাবে দেওয়া অসম্ভব হবে। আমার কাছে 'শিক্ষক দিবস' মানেই বিশেষ একটি বিষয়ে, সাতদিন ধরে সাতটি শিক্ষকের কাছে গিয়ে, নানান ভাবে উপলব্ধি করার তথা পালন করা।

আমাদের লক্ষ্য ছিল কিভাবে এই একটি দিনকে স্মরণীয় করা যায়। তাই বহুদিন আগে থেকেই সবাই মিলে ক্লাসের শেষে পরিকল্পনা শুরু করে দিতাম। যার যা সামর্থ্য তাই দিয়েই আমাদের পরম পূজনীয় শিক্ষক-শিক্ষিকাকে তাদের একটি শ্রেষ্ঠ সময় উপহার দেয়ার চেষ্টা করতাম। এখনও এই কথাগুলো, মুহূর্তগুলো যেন চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে। অনলাইন মাধ্যম সেই আনন্দ থেকে আমাদেরকে এক নিমিষে বঞ্চিত করলো, সাথে শিক্ষকদের সান্নিধ্যে থেকে, সঠিক চিন্তা ভাবনা থেকে।

আমরা এখন খুবই অসহায় বর্তমান পরিস্থিতির সামনে। তবু আমার সকল শিক্ষককে নিজের চলার প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করি। আজ তাদের দেওয়া শিক্ষা আমার পথফলক। শুধু স্কুল-কলেজের শিক্ষক নন, জীবনের প্রথম গুরু মা-বাবা, যাঁরা জীবনের প্রতি পদক্ষেপে মার্গপ্রদর্শন করে চলেছেন তাদেরও প্রণাম। আমার ভাষায় :-

"হওনি তুমি বড়ো এখনো,

থাকবে তারা ধ্রুবতারা হয়ে পাশে,

ছোট থেকে বড়ো লক্ষ যোজন পথ,

পার হবে তুমি তাদেরই মার্গদর্শনে"।

সম্পাদনা: **আমার স্মৃতি** প্রকাশনার পক্ষ হতে ড: অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহিলা মহাবিদ্যালয়, পূর্ব বর্ধমান (সর্ব স্বত্ব সংরক্ষিত)

প্রথম প্রকাশ: **5ই সেপ্টেম্বর, 2021**